অর্থ দানের বিকল্প ২৮টি আমল

[কুরআন ও হাদীসের আলোকে]

অধ্যাপক বেগম সাঈদা আখতার

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❖বাংলাবাজার ❖মগবাজার

www.ahsan publication.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ॥ ৫

১। **দান বা সাদাকাহ্ ॥ ৭**

দানের তাৎপর্য ॥ ৮

দানের মর্যাদা ॥ ৯

দানের পুরস্কার ॥ ১১

২। **অর্থ দানের বিকল্প আমল ॥ ১২**

১। প্রত্যেক সুবহানাল্লাহ্ একটি সাদাকাহ্ বা দান ॥ ১৫

২। প্রত্যেক আলহামদুলিল্লাহ্ বলা একটি সাদাকাহ্ বা দান ॥ ১৫

৩। প্রত্যেক তাক্‌বীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার একটি সাদাকাহ্ বা দান ॥ ১৯

৪। প্রত্যেক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ একটি সাদাকাহ্ বা দান ॥ ২১

৫। সৎ কাজের আদেশ দেয়া সাদাকাহ্ বা দান ॥ ২৪

৬। অসৎ কাজের নিষেধ ও বাধা দান করা সাদাকাহ্ বা দান ॥ ২৫

৭। নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করা সাদাকাহ্ বা দান ॥ ২৭

৮। সফর সঙ্গীর দ্রব্যাদি বহনের ক্ষেত্রে সঙ্গীকে সাহায্য করা এবং সওয়ারীতে উঠতে সাহায্য করা সাদাকাহ্ বা দান ॥ ২৯

৯। উত্তম কথা বলা সাদাকাহ্ ॥ ৩০

১০। সালাতের উদ্দেশ্যে গমণের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকাহ্ ॥ ৩২

১১। সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলা সাদাকাহ্ ॥ ৩৫

১২। হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা সাদাকাহ্ ॥ ৩৬

১৩। নিজের বালতি দিয়ে পানি তুলে অন্যের বালতিতে ঢেলে দেয়া সাদাকাহ্ ॥ ৩৮

১৪। সালাতুদ-দুহা পড়া সাদাকাহ্ বা দান ॥ ৩৯

১৫। পরিবার-পরিজনের জন্য ধন সম্পদ ব্যয় সাদাকাহ ॥ ৪০
১৬। নিজেরা যা খাবে চাকর-চাকরানীকেও তাই খেতে দেয়া সাদাকাহ ॥ ৪২
১৭। মেহমানকে তিন দিনের বেশী মেহমানদারী করা সাদাকাহ ॥ ৪৩
১৮। পথ হারা ব্যক্তিকে রাস্তা বাতলিয়ে দেয়া সাদাকাহ ॥ ৪৬
১৯। কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেয়া এবং ঋণের বিপরীতে সুবিধা না নেয়া সাদাকাহ ॥ ৪৭
২০। যে কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেয়া সাদাকাহ ॥ ৪৯
২১। অন্ধ ব্যক্তি, যার দৃষ্টি শক্তি দুর্বল, তাকে তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র খুঁজে দেয়া সাদাকাহ ॥ ৫২
২২। ফলবান বৃক্ষ রোপণ সাদাকাহ ॥ ৫৩
২৩। বৃক্ষ রোপণ ও ফসল ফলানোর পর তা যদি কোন মানুষ, পোকামাকড় বা প্রাণী খায় অথবা হিংস্র জন্তু খায় তাও সাদাকাহ ॥ ৫৩
২৪। দুধেল উটনী ও দুধেল ছাগী কাউকে ধারে দেয়া সাদাকাহ ॥ ৫৪
২৫। দুই ব্যক্তির মাঝে ন্যায় বিচার করা সাদাকাহ ॥ ৫৪
২৬। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত করা সাদাকাহ ॥ ৫৬
২৭। অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা সাদাকাহ ॥ ৫৮
২৮। পানি পান করান বা এর ব্যবস্থা করা সাদাকাহ ॥ ৫৯

CS Scanned with CamScanner

দান বা সাদাকাহ

দান অর্থ দেয়া বা বিলানো। দুনিয়ার কোন প্রতিদানের আশা না রেখে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজে সাধারণতঃ মানুষ যে অর্থ ব্যয় করে তাই সাদাকাহ বা দান হিসেবে গণ্য। আর এ ব্যয় বা দান এমন একটি নেকীর কাজ যার মাধ্যমে আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও বিশেষ রহমত পাওয়া যায়। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আশায় যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দান করে, কঠিন বিচারের মাঠে এ দান হবে তাদের জন্য বিপদ থেকে বাঁচার দলীলস্বরূপ। বস্তুতঃ পরকালের অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশের জন্য সম্পদও সঞ্চিত হয় এ দানের মাধ্যমেই। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ـ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا ـ

অর্থ : আর আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু আগে-ভাগে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। (৭৩-সূরা মুযযাম্মিল : ২০)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাই মানুষকে দানের জন্য উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন–

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ـ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর সেদিন আসার আগে যেদিন কোন বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবে না। (২-সূরা আল-বাকারা : ২৫৪)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ـ

অর্থ : যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের (দানের) তুলনা সেই বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বর্ধিত হারে দিয়ে থাকেন। (২-সূরা আল বাকারা : ২৬১)

দানের তাৎপর্য

মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ বিশ্বের যাবতীয় সম্পদের যেমন নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র অধিপতি তেমনি এর পালনকর্তাও বটে। পালনকর্তা হিসেবে রিয্ক দান করাও আল্লাহরই কাজ। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا۔

অর্থ : যমীনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই। (১১-সূরা হুদ : ৬)

কিন্তু পৃথিবীর সবমানুষকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রিয্ক আকারে সমান ধনসম্পদ দান করেন না। কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔

অর্থ : আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অন্যের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। (৪৩-সূরা আয-যুখরুফ : ৩২)

এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ধন-সম্পদকে ধনী-দরিদ্রের মাঝে আবর্তিত করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত রাখা। কিন্তু ধন-সম্পদের সুষ্ঠু আবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হলো মানুষের দুনিয়া-প্রীতি। আর আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রেও মানুষের প্রধান অন্তরায় হলো এই দুনিয়া-প্রীতি। মানুষ পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও ধন সম্পদের মোহে মত্ত হয়। মানুষের এই প্রবণতা কুরআনে এভাবে ঘোষিত হয়েছে–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا۔ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى۔

অর্থ : কিন্তু তোমরাতো দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই অধিক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (৮৭-সূরা আ'লা : ১৬-১৭)

CS Scanned with CamScanner

মানুষের এই মোহ পরিত্যাগ করে আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে বেশী বেশী দান-সাদাকাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং এর জন্য পুরস্কারেরও ঘোষণা দিয়েছেন।

দানের মর্যাদা

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

নিশ্চয়ই আল্লাহ দান কবুল করেন এবং তা ডান হাতে গ্রহণ করেন। সেগুলো প্রতিপালন করে তিনি তোমাদের কারো জন্য বাড়াতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ তার গরু বা ঘোড়ার বাচ্চা লালন-পালন করে বড় করতে থাকে। (এ দানের) এক একটি গ্রাস বৃদ্ধি পেতে পেতে ওহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। (তিরমিযী-৬১৬)

আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مَيْتَةِ السُّوْءِ-

অর্থ : দান আল্লাহ্র ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং লাঞ্ছিত মৃত্যু প্রতিরোধ করে। (তিরমিযী-৬১৫)

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন : (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতের ভিতর গড়ে উঠেছে। (৩) যার অন্তরের সম্পর্ক সবসময় মাসজিদের সাথে থাকে। (৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। (৫) এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সাদাকাহ করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহ্র ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে পড়ে। (সহীহুল বুখারী-১৪২৩)। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন কোন ছায়া থাকবে না তখন আল্লাহর পথে গোপনে দানকারীকে আল্লাহ তাঁর বিশেষ ছায়াতলে রাখবেন।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! দাতাকে